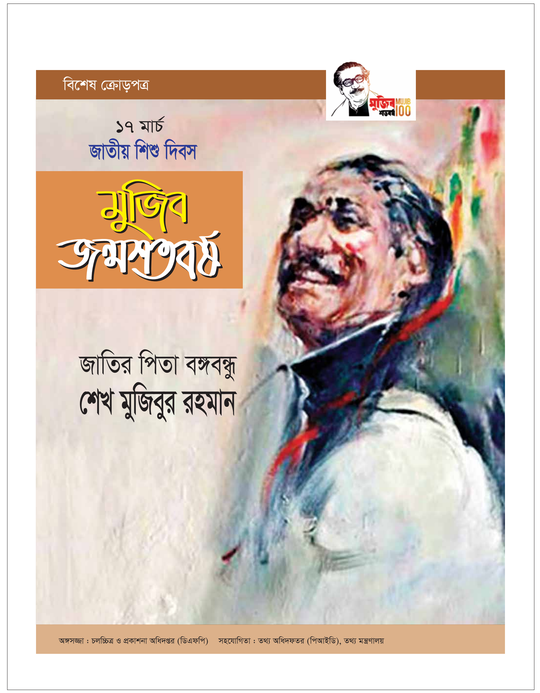

বাণী

আজ ১৭ মার্চ, বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এ দিবস সর্বজনতে সর্বত্রই বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনে আমি এই মহান ব্যক্তিকে স্মরণ করছি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর সংগ্রামের জাতির পিতার অনন্যসাধারণ নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘ শান্তি, স্বাধীনতা ও মানবাধিকার বিষয়ে তাঁকে মরণোত্তর 'জুলিও কুরি পদক' প্রদান করেছে। তিনি বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের মুক্তি সংগ্রামের প্রেরণার উৎস।

বঙ্গবন্ধু ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ টুঙ্গিপাড়ার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান এবং মাতার নাম সায়েরা খাতুন। তাঁর পিতা-মাতা তাঁকে আদর করে ডাকতেন 'খোকা'। তাঁর পিতা ছিলেন মহকুমা পর্যায়ের একজন সরকারি কর্মকর্তা। তাঁর মাতা ছিলেন গৃহিণী। তাঁর পিতা-মাতার ১৩ সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। তাঁর ডাকনাম ছিল খোকা। তাঁর পিতা-মাতা তাঁকে আদর করে ডাকতেন 'খোকা' বলে। তাঁর ডাকনাম থেকে বোঝা যায় তিনি তাঁর পিতা-মাতার কাছে কতটা আদরের ছিলেন। তাঁর পিতা-মাতা তাঁকে ভালোবাসতেন, আদর করতেন, কিন্তু কখনো তাঁর কোনো অন্যায় আবদার প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁর পিতা-মাতা তাঁকে সৎ, নিষ্ঠাবান, পরোপকারী, দেশপ্রেমিক ও আদর্শবান মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর পিতা-মাতার এই চেষ্টা তাঁর মধ্যে বিকাশ লাভ করেছিল।

বঙ্গবন্ধু ১৯২৭ সালে ৭ বছর বয়সে গোপালগঞ্জ মহকুমা শহরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হাতেখড়ি দিয়ে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস করেন। ১৯৪২ সালে তিনি কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ (বর্তমানে মাওলানা আজাদ কলেজ) থেকে আই.এ. এবং ১৯৪৬ সালে একই কলেজ থেকে বি.এ. পাস করেন। ছাত্রজীবনে তিনি ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। ছাত্রজীবনে তিনি ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ, ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্র কল্যাণ সমিতি, ছাত্র কল্যাণ সমিতি, ছাত্র কল্যাণ সমিতি